BILL & MELINDA GATES foundation

adpc

সবাই মিলে একটি নিরাপদ ও দুর্যোগ-সহিষ্ণু বাংলাদেশ গড়ে তুলি

BPP
Bangladesh Preparedness Partnership

বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে প্রস্তুতিমূলক অংশীদারিত্ব (বিপিপি)

বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস ও অন্যান্য দুর্যোগগুলো পৌন:পুনিক সংঘটিত হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে। তাই একটি দুর্যোগ-সহিষ্ণু ভবিষ্যতের জন্য সকল অংশীদারের সংগঠিত হওয়া, প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও সমন্বিত প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি।

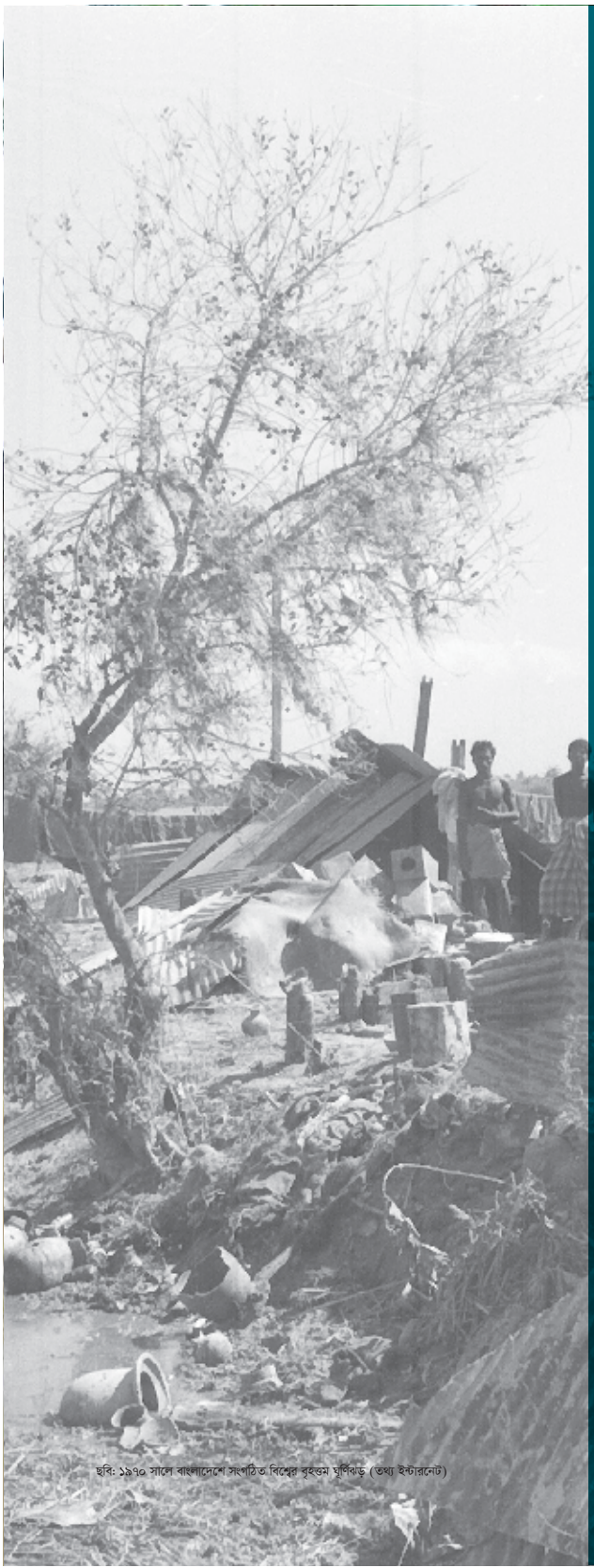

ছবি: ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে সংগঠিত বিশ্বের বৃহত্তম ঘূর্ণিঝড় (তথ্য ইন্টারনেট)

বিপিপির লক্ষ্য বাংলাদেশের উচ্চ দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরী সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনায় যৌথ প্রস্তুতির মাধ্যমে একটি নিরাপদ কমিউনিটি গড়ে তোলা।

পটভূমি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ দেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস,অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ সংঘটিত হচ্ছে। পাশাপাশি ঘন ঘন ছোট ও মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পও সংঘটিত হচ্ছে যা বড় ধরনের ভূমিকম্পের ঝুঁকি তৈরি করছে। ফলে বলা যায়, দেশের প্রায় সতেরো কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে দুর্যোগ ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য একাধিক ঘূর্ণিঝড় যেমন- ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় (৫,০০,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটে), ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় (১,৩৮,৮৬৬ মানুষের মৃত্যু ঘটে), ২০০৭ সালের সিডর (৩,৪৪৭ জন মানুষের মৃত্যু ঘটে) বাংলাদেশে সংঘটিত হয়। এছাড়া ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও ২০২৪ সালের রিমাল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও জীবিকায়নের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। জলবায়ু পরিবর্তন এই ঝুঁকিগুলোকে আরও জটিল করে তুলছে এবং এ কারণে দুর্যোগের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তা দেশের মানুষের ওপর বিশাল মনঃসামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশকে এই জটিল দুর্যোগ পরিস্থিতি থেকে সুরক্ষা দিয়ে দুর্যোগ সহিষ্ণু কমিউনিটি গঠনে সকল অংশীদারের সম্মিলিত প্রস্তুতি ও সহযোগিতা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে প্রস্তুতিমূলক অংশীদারিত্ব (বিপিপি)

বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে প্রস্তুতিমূলক অংশীদারিত্ব (বিপিপি)

বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে প্রস্তুতিমূলক অংশীদারিত্ব (বিপিপি) একটি কৌশলগত ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ। এই কর্মসূচিটি বাংলাদেশ সরকারকে একটি বহুস্তরবিশিষ্ট অংশীদারিত্ব মডেল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় এবং দেশের জেলা পর্যায়ে সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত অন্যতম প্রধান নীতিমালা, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি-২০১৯ বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। কর্মসূচিটি 'সামগ্রিক সমাজ' পদ্ধতিতে দেশের অভ্যন্তরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় মূলক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও, সিএসও), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতকে সংগঠিত করে বিপিপির লক্ষ্য দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়াদান প্রক্রিয়ার সমন্বিত কার্যক্রমকে যথাযথভাবে শক্তিশালী করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপার্ডনেস সেন্টার (এডিপিসি)-এর কারিগরি ও বিল অ্যান্ড মেলিন্দা গেটস ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায়।

দুর্যোগের সকল বাধা যৌথ শক্তিকে রূপান্তর করে বিপিপি একটি দুর্যোগ-সহিষ্ণু সমাজ নির্মাণে কাজ করছে।

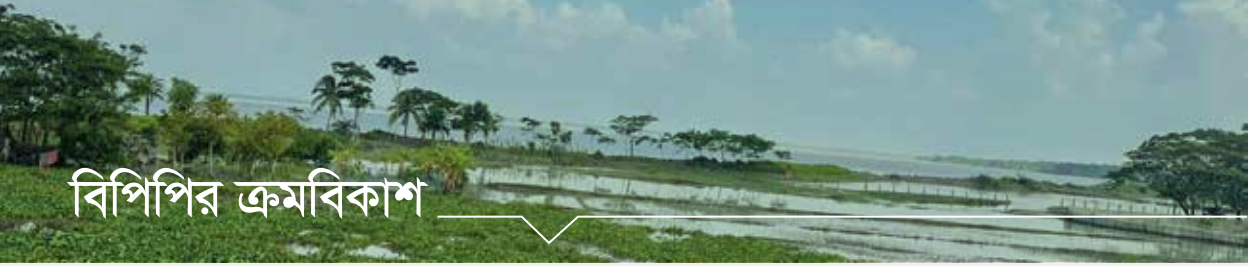

বিপিপির ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে প্রস্তুতিমূলক অংশীদারিত্ব (বিপিপি) কর্মসূচি শুরু হয় ২০১৮ সালে। বিপিপি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), দুর্যোগ বিষয়ক আদেশাবলি-২০১৯, বিশ্ব মানবিক সম্মেলন (২০১৬), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এসডিজি (২০৩০) ও এশিয়ান প্রিপার্ডেনেস পার্টনারশীপ (এপিপি)-এর সঙ্গে মিল রেখে তৈরি হয়েছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো সমাজের সব অংশের সম্পৃক্ততাকে অপরিহার্যভাবে গুরুত্ব দেওয়া ও 'সমগ্র সমাজ' পদ্ধতি গ্রহণ করা যাতে 'কেউ পিছিয়ে না পড়ে'। পাশাপাশি বিপিপির অন্যান্য প্রতিফলন হলো সমন্বয়, দুর্যোগ প্রস্তুতি, সাড়াদান, দুর্যোগ প্রশমন, কমিউনিটির অংশগ্রহণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি। প্রথম পর্বে (২০১৮-২০২৩), বিপিপি সফলতার সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি - পেশার অংশীদারদের সংগঠিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

বিপিপির অংশীজনদের সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব কামরুল হাসান, এনডিসির (প্রথম সারিতে চতুর্থ) সাথে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দ

এই সফলতার ভিত্তিতে, দ্বিতীয় পর্বে (২০২৩-২০২৬) বিপিপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি সমন্বিত পদ্ধতি নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ের বহুস্তরবিশিষ্ট অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থা, এনজিও, সিএসও, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কর্মসূচিটি স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ ঝুঁকিসমূহ যেমন: ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং ভূমিধসের জন্য প্রস্তুতি বাড়ানোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে । কর্মসূচিটি সরকারকে দুর্যোগ বিষয়ক আদেশাবলি-২০১৯ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থায় একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের জন্য একটি অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। কর্মসূচিটির উদ্দেশ্য হলো বাস্তবায়ন ও কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়ন, গবেষণার উন্নয়ন, জ্ঞান বিনিময় পদ্ধতি শক্তিশালীকরন এবং বৈচিত্র্যতা, লিঙ্গ সমন্বয় ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এর প্রভাব সম্প্রসারিত করা।

বিপিপির কীভাবে উদ্ভব হলো

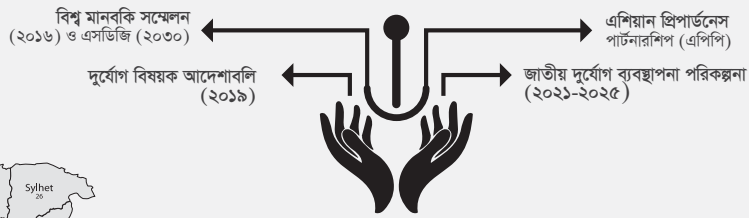

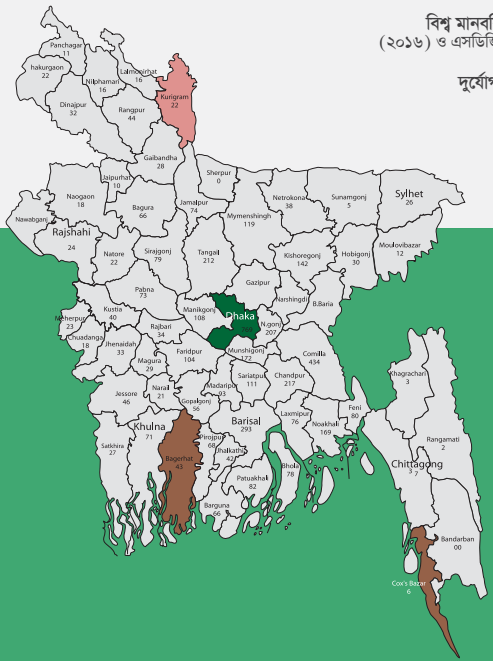

কর্ম এলাকা:

- ঢাকা: জাতীয় পর্যায়ের অংশীদারদের সাথে সমন্বয় ও বিপিপির সামগ্রিক কার্যক্রমের নেতৃত্ব প্রদানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রতিষ্ঠিত বিপিপি মোবিলাইজেশন ডেস্ক।
- কুড়িগ্রাম: বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের অন্যতম বন্যাপ্রবণ জেলা যা প্রায়ই আকস্মিক বন্যা কবলিত হয়।
- বাগেরহাট: দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অন্যতম ঘূর্ণিঝড়প্রবণ উপকূলীয় জেলা ।
- কক্স বাজার: বাংলাদেশের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ উপকূলীয় জেলা, যা ঘূর্ণিঝড় এবং ভূমিধসের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে।

প্রকল্পের প্রধান প্রতিফলন

বিপিপি 'সমগ্র সমাজ' ভিত্তিক একটি শক্তিশালী বহুস্তরবিশিষ্ট প্রস্তুতি মডেল যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। বিপিপি বর্তমান পর্বে এমন একটি প্রস্তুতিমূলক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কাজ করবে যেখানে স্থানীয় মানুষদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্বতন্ত্র বিপদাপন্নতা হ্রাস করতে সক্ষম করে তুলবে। যৌথ গবেষণা, জ্ঞান বিনিময় এবং লিঙ্গ সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ওপর জোরারোপ করে বিপিপি একটি দুর্যোগ-সহিষ্ণু বাংলাদেশ গঠন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এছাড়াও এই কর্মসূচি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কমিউনিটির সক্ষমতা বাড়ানো এবং প্রমাণভিত্তিক নীতি কাঠামোর জন্য তথ্য প্রদান ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করবে। এটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন: নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বৃদ্ধদের অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে যাতে তা 'কেউ পিছিয়ে না পড়ে' নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রবেশগম্যতা সহজতর হয়।

কর্মসূচির কাঠামো

পিলার-১ বিপিপি অংশীদারিত্ব

- জাতীয় ও স্থানীয় অংশীদারদের সংগঠিত করে বিপিপিকে শক্তিশালী এবং সম্প্রসারণ করা।
- বিপিপির রোড-ম্যাপ ও কৌশল চূড়ান্ত করা
- জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল কার্যকর করা।

পিলার-২ সক্ষমতা উন্নয়ন

- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জরুরি প্রক্রিয়ার সাড়াদানের সক্ষমতা সূচকের প্রাপ্ত ফলাফলের ব্যবহার।
- দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যৌথ কার্যক্রম (প্রস্তুতি ও সাড়াদান) পরিচালনা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (ডিএমআইসি) শক্তিশালী করা।

পিলার-৩ জ্ঞান ও গবেষণা প্রয়োগ

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ গবেষণা
- জ্ঞানভিত্তিক উপকরণ ও নির্দেশিকা তৈরী করা এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন ।
- জ্ঞান বিনিময় এবং শিক্ষা সফর।

বিপিপি বিভিন্ন অংশীদারকে সংগঠিত করে দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি প্রস্তুতির জন্য একটি কাঠামো তৈরি করবে, যা বাংলাদেশের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাসমূহে একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করবে। বিপিপির কার্যক্রমের ফলে দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক বা জেলা পর্যায়ে একটি বহুস্তরবিশিষ্ট প্রস্তুতিমূলক অংশীদারিত্ব মডেল কার্যকর হবে, যাতে দুর্যোগের ঝুকি হ্রাস, জরুরী সাড়াদান ও উদ্ধার কার্যক্রম প্রস্তুতির উন্নতি সাধিত হয়।

স্থানীয় পর্যায় দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সেফটি সেল গঠন বিষয়ক এফবিসিসিআইর কর্মশালা (বামে) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডিএমভিএসের নেতৃত্বে বিপিপির বেইসলাইন স্টাডি পরিছালনায় স্থানীয় কমিউনিটির সাথে আলোচনা (ডানে)

বিপিপির অংশীদার

বিপিপির অংশীদারিত্বে সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও, সিএসও), শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজ এবং মানবিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী মূল সদস্য সংস্থাগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিপিপির অংশীদারি সংস্থাগুলো হলো:

সরকারি সংস্থা

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতর
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কেন্দ্র (সিপিপি)
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

বেসরকারি সংস্থা

- ব্র্যাক মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (বিএইচপি)
- বাংলাদেশ স্কাউটস
- সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)
- ডি-নেট
- দুর্যোগ ফোরাম
- ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাক্টরস ইন বাংলাদেশ (নাহাব)
- নেটওয়ার্ক ফর ইনফরমেশন রেসপন্স অ্যান্ড প্রিপার্ডনেস অ্যাক্টিভিটিস অন ডিজাস্টার (নিরাপদ)

বাণিজ্যিক সংস্থা

- ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

- ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্ট্যাডিজ (আইডিএমভিএস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

সার্বিক সমন্বয়

বিপিপি মোবিলাইজেশন ডেস্ক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ভবন নং ৪, কক্ষ নং ২২৫/এ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮-০১৭১২৬৯৯৫২৫, +৮৮-০১৭৮১৩৮৮৭৫৭
ইমেইল: bpp.modmr@gmail.com

কারিগরি সহায়তা

adpc Asian Disaster Preparedness Center
এসএম টাওয়ার, ২৪ তলা, ৯৭৯/৬৯ পাহালিথিন সড়ক
সামিন নাই পিয়াথাই, ব্যাংকক -১০৪০ থাইল্যান্ড।
মোবাইল: +৬৬ (০২) ৮৭৬৯৭৭৫৩৫
ইমেইল: bpppartnership@gmail.com

facebook.com/adpc.thailand
facebook.com/AsiaPrepared
x.com/AsiaPrepared
x.com/ADPCnet
app.adpc.net
adpc.net

প্রচ্ছদের ছবি: ইমদাদুল ইসলাম বিটু ও বন্যার ছবি: অমিত কুমার শীল